ভোরের কাগজ

MAR. 1 6 2001

তারিখ .... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাংলার মুখ

বৃহত্তর বরিশাল

অরূপ তালুকদার

এসএসসি পরীক্ষা ২০০১ : অবাধ নকল বন্ধ করা যাবে কি?

দেশের সাতটি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট অর্থাৎ এসএসসি পরীক্ষা গতকাল বৃহস্পতিবার। প্রায় ৯ লাখ পরীক্ষার্থী এতে অংশগ্রহণ করছে। আগের পাঁচটি শিক্ষাবোর্ডের বদলে এবারে সাতটি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীরা। নতুন শিক্ষাবোর্ড দুটি হচ্ছে বরিশাল এবং সিলেট শিক্ষাবোর্ড। শিক্ষাবোর্ড বেড়ে যাওয়ায় পূর্বের পাঁচটি শিক্ষাবোর্ডের আওতা থেকে হাজার হাজার স্কুলকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবারে নতুন শিক্ষাবোর্ড দুটির অধীনে। ফলে সাময়িকভাবে কিছু জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। তবে আশা করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে, উদ্ভূত জটিলতাগুলো তেমন কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করবে না।

এবারে প্রথমবারের মতো সিলেট শিক্ষাবোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় প্রায় ৩০ হাজার পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করছে। এই বোর্ডের অধীনে চারটি জেলায় কেন্দ্রের মোট সংখ্যা ৫১। বিদ্যালয় রয়েছে ৫৫৪টি। এদিকে বরিশাল শিক্ষাবোর্ডের আওতায় রয়েছে বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, ঝালকাঠী এবং ভোলা জেলা মিলিয়ে বরিশাল বিভাগের ছয়টি জেলা।

এই ছয়টি জেলার ১ হাজার ২৪১টি স্কুলের মোট ৫৬ হাজার ৫৩৩ জন নিয়মিত পরীক্ষার্থী এবং ৫ হাজার ৭৯৮ জন বিশেষ পাস (এক বিষয়ে) পরীক্ষার্থী এবারের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। বরিশাল শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ আবদুস সালাম বলেছেন, সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য কলেজ শিক্ষকদের সমন্বয়ে ৬৪টি ভিজিলেন্স টিম গঠন করা হয়েছে। পাশাপাশি বোর্ডের কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত হয়েছে চারটি ভ্রাম্যমাণ পরিদর্শক দল। যারা ঘুরে ঘুরে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করবেন পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে। স্থানীয় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন জেলা প্রশাসক মোঃ আলাউদ্দিন।

এবারে বোর্ড কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসন এবং অভিভাবকবৃন্দ সবাই বিভিন্ন সভা-সেমিনারে অবাধ গণনকলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। সকলেই বলেছেন, ঐভাবে গণটোকাটুকির পরীক্ষা গ্রহণের সত্যিকারভাবেই কোনো অর্থ হয় না। এটা ছাত্রছাত্রীদের পরবর্তী জীবনের জন্য মারাত্মক শিক্ষা ঘাটতির কারণ হয়। যার কুফল তাদের সারাজীবন বহন করতে হবে।

এবারের এসএসসি পরীক্ষায় নকল সরবরাহকারী এবং নকলকারী ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি নকলকারী বা সরবরাহকারীদের সহায়তাকারী শিক্ষক বা অভিভাবকদের বিরুদ্ধেও কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

নকল করাকে নিরুৎসাহিত করার জন্য ইতিমধ্যেই পরীক্ষায় নকলের কুফল এবং এ

এবারে বোর্ড কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসন এবং অভিভাবকবৃন্দ সবাই বিভিন্ন সভা-সেমিনারে অবাধ গণনকলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। সকলেই বলেছেন, ঐভাবে গণটোকাটুকির পরীক্ষা গ্রহণের সত্যিকারভাবেই কোনো অর্থ হয় না।

এদিকে সাতটি শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যানদের মুখপাত্র হিসেবে ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান ড. এ টি এম শরীফউল্লাহ পাবলিক পরীক্ষাসমূহে গণনকল প্রতিহত এবং সার্বিকভাবে নকলের বিরুদ্ধে সবাইকে নিয়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। অন্য শিক্ষাবোর্ড সমূহের চেয়ারম্যানদেরও একই অভিমত প্রকাশিত হয়েছে তাদের দেওয়া বিভিন্ন সময়ের বক্তব্যে।

ব্যাপারে পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ করা হয়েছে। সংবাদপত্র, রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমেও এ বিষয়ে প্রচার চালানো হচ্ছে। এদিকে বিভিন্ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, নকলের অভিযোগ পাওয়া গেলে শুধু নকলকারী ছাত্র বা ছাত্রী নয়, পরিদর্শককে ও বহিষ্কার করা হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া গণনকল প্রতিরোধের প্রয়োজনে কেন্দ্র বাতিলের সিদ্ধান্তও রয়েছে বোর্ড কর্তৃপক্ষের।

এবারের পরীক্ষার্থীদের জন্য আরেকটি নতুন বিষয় যোগ হচ্ছে সেটি হলো লেটার গ্রেডিং সিস্টেম। পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবে এবার লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিতে অর্থাৎ আগের মতো প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় ইত্যাদি স্থান নির্ধারিত হচ্ছে না পরীক্ষার্থীদের। A, A+ এবং বা B, B+ ইত্যাদি গ্রেডের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মেধা নির্ধারণ করা হবে। আধুনিক লেটার গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তনের সকল রকম প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করা হয়েছে বলে বরিশাল শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান জানিয়েছেন। এই লেটার গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে ভালো ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। অনেক পরীক্ষার্থী যারা মোটামুটিভাবে মেরিটলিস্টে থাকবে বলে ধরে নিয়েছে, তারা কিছুটা মনক্ষুণ্ন হয়েছে পত্রপত্রিকায় ছবি ও নাম প্রকাশিত না হওয়ার আশঙ্কায়। তবে মোটামুটি পড়াশোনায় ভালো ছাত্রছাত্রীরা এক্ষেত্রে খুশিই হয়েছে বলে মনে হয়।

লেটার গ্রেডিং পদ্ধতি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি একটি পদ্ধতি। অন্যান্য দেশের তুলনায় কিছুটা বিলম্বে হলেও আমাদের দেশে পাবলিক পরীক্ষায় ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলেই আশা করছেন অভিজ্ঞমহল।

এইচএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ২০০৩ সাল থেকে অনুসরণ করা হবে বলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা গেছে। কেননা ২০০২ সালে যে সব ছাত্রছাত্রীরা এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেবে, তাদের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশে ২০০০ সালে পূর্বের পদ্ধতিই গৃহীত হয়েছিল।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, এবারের এসএসসি পরীক্ষায় সাতটি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে মোট ৮ লাখ ৯২ হাজার ৩৪৫ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছে যার মধ্যে ছাত্র ৫ লাখ ০ হাজার ৩২৩ জন এবং ছাত্রী সংখ্যা ৩ লাখ ৮২ হাজার ২২ জন।

অরূপ তালুকদার : লেখক।